চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সংঘর্ষ ও মারধরের পাঁচটি ঘটনায় ছাত্রলীগের ১৭ নেতাকর্মীসহ ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অপর একজন ছাত্র অধিকার পরিষদের কর্মী। গত সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব রেসিডেন্স হেলথ অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটির ভার্চুয়াল সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত মঙ্গলবার রাত ১২টায় লিখিত আদেশ প্রকাশ করা হয়। এতে জানা গেছে, শাখা ছাত্রলীগের উপতথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক তাসফিয়া জাসারাতকে দেড় বছরের জন্য, ছাত্রলীগকর্মী ও লোকপ্রশাসন বিভাগের

advertisement

চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আরশিল আজিম, নৃবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শোয়েব মোহাম্মদ (আতিক), সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী হাছান মাহমুদ, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র শহিদুল ইসলাম, সংস্কৃত বিভাগের চতুর্থ বর্ষের অনিক দাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তনয় কান্তি শিকদার, অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের লাবিব সাঈদ, ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সিফাতুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের নাহিদুল ইসলাম, একই বর্ষের ইতিহাস বিভাগের মো. মোবারক হোসেন, ফিন্যান্স বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী আমিরুল হক চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তরের ইকরামুল হক, দর্শন বিভাগের একই বর্ষের নয়ন দেবনাথ, বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের সাখাওয়াত হোসেন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মাহমুদুল হাসান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মোহাম্মদ ফাহিমকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া ছাত্র অধিকারের কর্মী ও আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জোবায়ের হোসেনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

advertisement 4

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও বোর্ড অব রেসিডেন্স হেলথ অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্য সচিব রবিউল হাসান ভূঁইয়া আমাদের সময়কে বলেন, সংঘর্ষ ও মারধরের প্রতিটি ঘটনা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করেই এ শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অনেকে সংঘর্ষের ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যকলাপে জড়াবেন না মর্মে অঙ্গীকার দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ক্ষমা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা সব সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে। দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য আর সব দিক বিবেচনা করে আমরা বহিষ্কারের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে অন্য শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা মেনে চলবে ও সর্বদা সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে।’